পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশ

এই অধ্যায়ে চিত্রকেতুকে অঙ্গিরা ঋষি এবং নারদ মুনির যথাসাধ্য সান্ত্বনা প্রদানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অঙ্গিরা ঋষি এবং নারদ মুনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপদেশ দান করে রাজার গভীর শোক নিবারণ করতে এসেছিলেন।

মহর্ষি অঙ্গিরা এবং নারদ মুনি বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বাস্তব নয়; তা মায়া কল্পিত। এই সম্পর্ক পূর্বে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কালের প্রভাবে বর্তমানে কেবল এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অতএব এই অনিত্য সম্পর্কের জন্য শোক করা উচিত নয়। সমগ্র জগৎ একেবারে অস্তিত্ব শূন্য না হলেও বাস্তব অস্তিত্ব-রহিত এবং ক্ষণস্থায়ী। ভগবানের পরিচালনায় এই জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা সবই ক্ষণস্থায়ী। এই অনিত্য আয়োজনে পিতার পুত্র উৎপন্ন হয় অথবা কোন জীব তথাকথিত পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এই অনিত্য আয়োজন ভগবানই সৃষ্টি করেছেন। পিতা এবং পুত্র কারোরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

মহর্ষিদের উপদেশ শ্রবণ করে, রাজা তাঁর মিথ্যা শোক থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ঋষিরা তাঁদের পরিচয় প্রদান করে বলেছিলেন যে, দেহাত্মবুদ্ধিই সমস্ত দুঃখকষ্টের মূল। কেউ যখন তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে পরম পুরুষ ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সুখী হন। কেউ যখন জড়ের মাধ্যমে সুখের অন্বেষণ করে, তখন তাকে অবশ্যই দেহের সম্পর্কের জন্যই শোক করতে হয়। আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির ফলেই দুঃখ-দুর্দশাময় জড়-জাগতিক জীবনের অবসান হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

উচতুর্মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্ ।
শোকাভিভূতং রাজানং বোধয়ন্তৌ সদুক্তিভিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **উচতুঃ**—তাঁরা বলেছিলেন; **মৃতক**—মৃতদেহ; **উপান্তে**—সমীপে; **পতিতম্**—পতিত; **মৃতক-উপমম্**—মৃতবৎ; **শোক-অভিভূতম্**—অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত; **রাজানম্**—রাজাকে; **বোধয়ন্তৌ**—উপদেশ দিয়ে; **সৎ-উক্তিভিঃ**—যে উপদেশ বাস্তব, অনিত্য নয়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শোকসন্তপ্ত রাজা চিত্রকেতু তাঁর পুত্রের মৃতদেহের পাশে আর একটি মৃতদেহের মতো পড়ে ছিলেন। তখন মহর্ষি নারদ এবং অঙ্গিরা তাঁকে আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বন্ধে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

কোঽয়ং স্যাৎ তব রাজেন্দ্র ভবান্ যমনুশোচতি ।
ত্বং চাস্য কতমঃ সৃষ্টৌ পুরেদানীমতঃ পরম্ ॥ ২ ॥

কঃ—কে; **অয়ম্**—এই; **স্যাৎ**—হয়; **তব**—তোমার; **রাজেন্দ্র**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **ভবান্**—তোমার; **যম্**—যার জন্য; **অনুশোচতি**—শোক করছ; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—এবং; **অস্য**—তার (মৃত বালকের); **কতমঃ**—কি; **সৃষ্টৌ**—জন্মে; **পুরা**—পূর্বে; **ইদানীম্**—এখন; **অতঃ পরম্**—এবং পরে, ভবিষ্যতে।

অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র, যে মৃত বালকের জন্য তুমি এইভাবে শোক করছ, সে তোমার কে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি বলতে পার এখন তুমি তার পিতা এবং সে তোমার পুত্র, কিন্তু তুমি কি মনে কর তোমাদের এই সম্পর্ক পূর্বে ছিল? এখনও কি রয়েছে? ভবিষ্যতে কি তা থাকবে?

তাৎপর্য

নারদ মুনি এবং অঙ্গিরা যে উপদেশ দিয়েছেন তা মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবদের জন্য প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপদেশ। এই জড় জগৎ অনিত্য, কিন্তু আমাদের পূর্ব কৃত কর্ম অনুসারে আমরা এখানে আসি এবং দেহ ধারণ করে সমাজ, বন্ধু, প্রেম, জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক সৃষ্টি করি, যা মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাবে। এই অনিত্য সম্পর্কগুলি অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতে থাকবে না। অতএব বর্তমানে যে তথাকথিত সম্পর্ক তা মায়িক।

শ্লোক ৩

যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥ ৩ ॥

যথা—যেমন; **প্রযান্তি**—আলাদা হয়ে যায়; **সংযান্তি**—একত্র হয়; **স্রোতঃ-বেগেন**—স্রোতের বেগের দ্বারা; **বালুকাঃ**—বালুকণা; **সংযুজ্যন্তে**—মিলিত হয়; **বিযুজ্যন্তে**—পৃথক হয়ে যায়; **তথা**—তেমনই; **কালেন**—কালের দ্বারা; **দেহিনঃ**—জড় দেহধারী জীব।

অনুবাদ

হে রাজন্, স্রোতের বেগে বালুকারাশি কখনও একত্রিত হয় এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনই কালের প্রভাবে জড় দেহধারী জীবদের কখনও মিলন হয় এবং কখনও বিচ্ছেদ হয়।

তাৎপর্য

দেহাত্মবুদ্ধির ফলেই বদ্ধ জীবের অবিদ্যা। দেহ জড়, কিন্তু দেহের ভিতরে রয়েছে আত্মা। এটিই আত্মজ্ঞান। দুর্ভাগ্যবশত কেউ যখন মায়ার প্রভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে, তখন সে তার দেহকে তার আত্মা বলে মনে করে। সে বুঝতে পারে না যে, তার দেহটি জড়। কালের প্রভাবে বালুকণার মতো দেহগুলি একত্রিত হয় আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষ ভ্রান্তভাবে এই মিলনের সুখ এবং বিচ্ছেদের শোক অনুভব করে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তা জানতে না পারে, ততক্ষণ তার পক্ষে প্রকৃত সুখ অনুভব করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) ভগবান অর্জুনকে তাঁর প্রথম উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" আমরা আমাদের দেহ নই; আমরা এই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ চিন্ময় আত্মা। সেই সরল সত্যটি উপলব্ধি করার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। তখন আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারি, তা না হলে

আমাদের চিরকালের জন্য এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে। রাজনৈতিক জোড়াতালি, সমাজ-কল্যাণকার্য, চিকিৎসার সহায়তা ইত্যাদির দ্বারা যে সুখ শান্তির আয়োজন তা কখনও স্থায়ী হবে না। আমাদের একের পর এক জড়-জাগতিক দুঃখভোগ করতে হবে। তাই জড় জগৎকে বলা হয়েছে *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*—অর্থাৎ এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ।

শ্লোক ৪

যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ।
এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়া ॥ ৪ ॥

যথা—যেমন; **ধানাসু**—ধানের বীজ থেকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ধানাঃ**—ধান; **ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **ন**—না; **ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **চ**—ও; **এবম্**—এইভাবে; **ভূতানি**—জীবেরা; **ভূতেষু**—অন্য জীবে; **চোদিতানি**—বাধ্য হয়; **ঈশ-মায়য়া**—ভগবানের মায়ার দ্বারা।

অনুবাদ

জমিতে বীজ বপন করলে কখনও তা অঙ্কুরিত হয়, কখনও হয় না। কখনও জমি উর্বর না হওয়ার ফলে বীজ বপন নিরর্থক হয়। তেমনই কখনও সম্ভাব্য পিতা ভগবানের মায়ার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সন্তান লাভ করে এবং কখনও করে না। তাই এই কৃত্রিম পিতৃত্বের সম্পর্কের জন্য শোক করা উচিত নয়, যা চরমে ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

তাৎপর্য

মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্র হওয়ার কথা ছিল না। তাই শত সহস্র পত্নীকে বিবাহ করা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই বন্ধ্যা ছিলেন এবং তিনি একটি পুত্রও লাভ করতে পারেননি। অঙ্গিরা ঋষি যখন রাজার কাছে এসেছিলেন, তখন রাজা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কৃপায় তিনি যেন অন্তত একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন। অঙ্গিরা ঋষির আশীর্বাদে, মায়ার কৃপায় তিনি একটি পুত্র লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেই পুত্রটির দীর্ঘকাল বাঁচার কথা ছিল না। তাই প্রথমে অঙ্গিরা ঋষি রাজাকে বলেছিলেন যে, তিনি একটি পুত্র লাভ করবেন যে তাঁর হর্ষ এবং বিষাদের কারণ হবে।

ভগবানের বিধান অনুসারে রাজা চিত্রকেতুর পুত্র লাভের কথা ছিল না। নিষ্ফলা বীজ থেকে যেমন শস্য উৎপন্ন হয় না, তেমনই ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে নির্বীজ পুরুষ থেকেও সন্তান উৎপাদন হয় না। কখনও কখনও পুরুষত্বহীন পিতা এবং বন্ধ্যা মাতারও সন্তান হয়, আবার কখনও কখনও বীর্যবান পিতা এবং উর্বরা মাতা নিঃসন্তান হন। কখনও কখনও গর্ভনিরোধকের ব্যবস্থা সত্ত্বেও সন্তানের জন্ম হয় এবং তাই পিতা-মাতা গর্ভেই শিশুকে হত্যা করে। বর্তমান যুগে গর্ভেই সন্তানকে হত্যা করা মানুষের একটি সাধারণ অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন? গর্ভনিরোধকের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তা কার্যকরী হচ্ছে না কেন? কেন সন্তানের জন্ম হচ্ছে, যাকে তার পিতা এবং মাতা গর্ভেই হত্যা করছে? তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হই যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের যত সমস্ত আয়োজন, তার দ্বারা আমরা নির্ধারণ করতে পারি না যে কি ঘটবে। কি হবে তা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। ভগবানেরই ইচ্ছার ফলে আমরা পরিবার, সমাজ এবং ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে কোন বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হই। সেগুলি মায়ার প্রভাবে আমাদের বাসনা অনুসারে ভগবানেরই আয়োজন। তাই ভক্তিমূলক জীবনে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের কোন কিছুরই বাসনা করা উচিত নয়, যেহেতু সব কিছুই নির্ভর করে ভগবানের উপর। সেই সম্বন্ধে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/১/১১) বলা হয়েছে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের বাসনা, সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জ্ঞানের বাসনা শূন্য হয়ে অনুকূলভাবে যে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, তাকে বলা হয় উত্তম ভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তি।" কেবল কৃষ্ণভক্তির বিকাশের জন্যই কর্ম করা উচিত। অন্য সব কিছুর জন্য সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করা উচিত। আমাদের কখনই এমন সমস্ত পরিকল্পনা করা উচিত নয়, যার ফলে চরমে আমাদের নিরাশ হতে হবে।

শ্লোক ৫

বয়ং চ ত্বং চ যে চেমে তুল্যকালাশ্চরাচরাঃ ।
জন্মমৃত্যোর্যথা পশ্চাৎ প্রাঙ্নৈবমধুনাপি ভোঃ ॥ ৫ ॥

বয়ম্—আমরা (মহর্ষিগণ, মন্ত্রীগণ এবং রাজার অনুচরগণ); **চ**—এবং; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—ও; **যে**—যে; **চ**—ও; **ইমে**—এই সমস্ত; **তুল্যকালাঃ**—সমকালীন; **চর-অচরাঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **জন্ম**—জন্ম; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু; **যথা**—যেমন; **পশ্চাৎ**—পরে; **প্রাক্**—পূর্বে; **ন**—না; **এবম্**—এইভাবে; **অধুনা**—বর্তমানে; **অপি**—যদিও; **ভোঃ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তুমি এবং আমরা—তোমার উপদেষ্টাগণ, তোমার পত্নী এবং মন্ত্রীগণ এবং চরাচর সমস্ত জগৎ এই যে এক বর্তমান কালে রয়েছি, তা এক অনিত্য পরিস্থিতি। আমাদের জন্মের পূর্বে তা ছিল না এবং মৃত্যুর পরেও তা থাকবে না। তাই বর্তমানে আমাদের যে স্থিতি, তা মিথ্যা না হলেও অনিত্য।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা বলে *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*। কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে এই জগৎ মিথ্যা নয়, কিন্তু অনিত্য। তা স্বপ্নের মতো। নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে স্বপ্নের অস্তিত্ব থাকে না এবং জেগে ওঠার পরেও তার অস্তিত্ব থাকে না। এই দুটি অবস্থার মধ্যবর্তী যে কাল তার মধ্যেই কেবল স্বপ্নের অস্তিত্ব এবং তাই তা অনিত্য বলে একদিক দিয়ে মিথ্যা। তেমনই সমগ্র জড় সৃষ্টি এবং আমাদের ও অন্যদের সৃষ্টি সবই অনিত্য। আমরা আমাদের স্বপ্ন দেখার পূর্বে স্বপ্ন নিয়ে শোক করি না এবং স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও শোক করি না। তাই স্বপ্ন বা স্বপ্নবৎ পরিস্থিতিকে বাস্তব বলে মনে করে সেই জন্য শোক করা উচিত নয়। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান।

শ্লোক ৬

ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ।
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ ॥ ৬ ॥

ভূতৈঃ—কিছু জীবের দ্বারা; **ভূতানি**—অন্য জীবেরা; **ভূত-ঈশঃ**—সমস্ত জীবের ঈশ্বর ভগবান; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—সংহার করেন; **চ**—ও; **আত্ম-সৃষ্টৈঃ**—যারা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে; **অস্বতন্ত্রৈঃ**—স্বতন্ত্র নয়; **অনপেক্ষঃ**—(সৃষ্টির বিষয়ে) নিরপেক্ষ; **অপি**—যদিও; **বালবৎ**—বালকের মতো।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের ঈশ্বর ভগবান অবশ্যই এই অনিত্য জড় জগতের সৃষ্টির ব্যাপারে নিরপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সমুদ্রের তটে বালক যেমন খেলার ছলে কিছু তৈরি করে, ভগবানও তেমন সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করেন। পিতাদের সন্তান উৎপাদনের কার্যে ব্যাপৃত রেখে তিনি সৃষ্টি করেন, রাজাদের দ্বারা তিনি পালন করেন এবং সর্প আদি মৃত্যুদূতের মাধ্যমে সংহার করেন। সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের এই প্রতিনিধিদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, কিন্তু মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

কেউই স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) তাই বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" ভগবানের পরিচালনায় প্রকৃতি গুণ অনুসারে সৃষ্টি, পালন অথবা সংহার-কার্যে সমস্ত জীবদের অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু ভগবান এবং তাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে সে কখনও কর্তা নয়। পরম কর্তা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে ভগবানের নির্দেশ পালন করাই জীবের কর্তব্য। পৃথিবীর বর্তমান সঙ্কটজনক অবস্থার কারণ হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধে নেতাদের অজ্ঞতা। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, ভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে তাঁরা নেতৃত্বের পদ লাভ করেছেন। যেহেতু তাঁরা ভগবান কর্তৃক সেই পদে নিযুক্ত হয়েছেন, তাই তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের পরামর্শ অনুসারে কার্য করা। ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ করার গ্রন্থটি হচ্ছে *ভগবদ্গীতা*, যাতে ভগবান সমস্ত নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যাঁরা সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য যিনি তাঁদের সেই কার্যে নিযুক্ত করেছেন, সেই ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ করে কার্য করা। তা হলে সকলেই সন্তুষ্ট হবে এবং কোথাও কোন রকম অশান্তি থাকবে না।

শ্লোক ৭

দেহেন দেহিনো রাজন্ দেহাদ্দেহোঽভিজায়তে ।
বীজাদেব যথা বীজং দেহ্যর্থ ইব শাশ্বতঃ ॥ ৭ ॥

দেহেন—দেহের দ্বারা; **দেহিনঃ**—জড় দেহধারী পিতার; **রাজন্**—হে রাজন্; **দেহাৎ**—(মাতার) দেহ থেকে; **দেহঃ**—আর একটি দেহ; **অভিজায়তে**—জন্মগ্রহণ করে; **বীজাৎ**—একটি বীজ থেকে; **এব**—যথার্থই; **যথা**—যেমন; **বীজম্**—আর একটি বীজ; **দেহী**—জড় দেহধারী ব্যক্তির; **অর্থঃ**—জড় তত্ত্ব; **ইব**—সদৃশ; **শাশ্বতঃ**—নিত্য।

অনুবাদ

হে রাজন্, একটি বীজ থেকে যেমন আর একটি বীজ উৎপন্ন হয়, তেমনই একটি দেহ (পিতার দেহ) থেকে অন্য একটি দেহের (মাতার দেহের) মাধ্যমে আর একটি দেহের (পুত্রের দেহের) জন্ম হয়। জড় দেহের উপাদানগুলি যেমন নিত্য, তেমনই এই সমস্ত উপাদানের মাধ্যমে প্রকট হয় যে জীব সেও নিত্য।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দুটি প্রকৃতি রয়েছে—পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি পাঁচটি স্থূল এবং তিনটি সূক্ষ্ম জড় তত্ত্ব সমন্বিত। পরা প্রকৃতির প্রতীক জীব মায়ার তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত জড় উপাদানগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জড় পদার্থ এবং আত্মা উভয়েই ভগবানের শক্তিরূপে নিত্য। ভগবান হচ্ছেন শক্তিমান। যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিৎশক্তিসম্পন্ন জীব এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর ধারণ করার সুযোগ দেন এবং তার ফলে সে বিভিন্ন জড় পরিস্থিতিতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে, চিৎশক্তিসম্পন্ন জীব যে জড় বস্তু ভোগ করার বাসনা করে, সে ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তথাকথিত পিতা এবং মাতার তাতে কোন হাত থাকে না। জীব তার কর্ম অনুসারে তথাকথিত পিতা-মাতার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে।

শ্লোক ৮

দেহদেহিবিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা ।
জাতিব্যক্তিবিভাগোঽয়ং যথা বস্তুনি কল্পিতঃ ॥ ৮ ॥

দেহ—এই দেহের; **দেহি**—দেহের মালিক; **বিভাগঃ**—বিভাগ; **অয়ম্**—এই; **অবিবেক**—অবিদ্যা থেকে; **কৃতঃ**—নির্মিত; **পুরা**—অনাদি কাল থেকে; **জাতি**—বর্ণ বা জাতি; **ব্যক্তি**—এবং ব্যক্তি; **বিভাগঃ**—বিভাগ; **অয়ম্**—এই; **যথা**—যেমন; **বস্তুনি**—আদি বস্তুতে; **কল্পিতঃ**—কল্পনা করা হয়েছে।

অনুবাদ

যারা উন্নত জ্ঞান সম্পন্ন নয় তারাই জাতি এবং ব্যক্তি, এই ধরনের সমষ্টি ও ব্যষ্টির বিভেদ সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকার শক্তি রয়েছে,—জড় এবং চেতন। তারা উভয়েই নিত্য, কারণ তারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত। যেহেতু জীবাত্মা অনাদিকাল ধরে তার প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গিয়ে জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা করছে, তাই সে জাতি, সম্প্রদায়, সমাজ, প্রজাতি আদি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়ে, তার জড় দেহ অনুসারে বিভিন্ন স্থিতি গ্রহণ করছে।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

এবমাশ্বাসিতো রাজা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ ।
বিমৃজ্য পাণিনা বক্ত্রমাধিম্লানমভাষত ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **আশ্বাসিতঃ**—জ্ঞান লাভ করে অথবা আশ্বাসিত হয়ে; **রাজা**—রাজা; **চিত্রকেতুঃ**—চিত্রকেতু; **দ্বিজ-উক্তিভিঃ**—মহান ব্রাহ্মণদের (নারদ এবং অঙ্গিরা ঋষির) উপদেশের দ্বারা; **বিমৃজ্য**—মুছে; **পাণিনা**—হাতের দ্বারা; **বক্ত্রম্**—তাঁর মুখ; **আধিম্লানম্**—শোকের প্রভাবে ম্লান; **অভাষত**—বুদ্ধিমত্তা সহকারে বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে নারদ মুনি এবং অঙ্গিরা ঋষির উপদেশে জ্ঞান লাভ করে রাজা চিত্রকেতু আশ্বাসিত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর হস্তের দ্বারা তাঁর মলিন মুখ পরিমার্জন করে বলেছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্রীরাজোবাচ

কৌ যুবাং জ্ঞানসম্পন্নৌ মহিষ্ঠৌ চ মহীয়সাম্ ।
অবধূতেন বেষেণ গূঢ়াবিহ সমাগতৌ ॥ ১০ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা চিত্রকেতু বলেছিলেন; **কৌ**—কে; **যুবাম্**—আপনারা দুজন; **জ্ঞান-সম্পন্নৌ**—পূর্ণ জ্ঞানী; **মহিষ্ঠৌ**—শ্রেষ্ঠ; **চ**—ও; **মহীয়সাম্**—অন্য মহান ব্যক্তিদের মধ্যে; **অবধূতেন**—মুক্ত পরিব্রাজকের; **বেষেণ**—বেশের দ্বারা; **গূঢ়ৌ**—আত্মগোপন করে; **ইহ**—এই স্থানে; **সমাগতৌ**—এসেছেন।

অনুবাদ

রাজা চিত্রকেতু বললেন—হে মহাপুরুষদ্বয়! অবধূত বেশে আত্মগোপন করে এখানে সমাগত আপনারা দুজন কে? আমি দেখছি যে আপনারা মহাজ্ঞানী এবং মহৎ থেকেও অতিশয় মহৎ।

শ্লোক ১১

চরন্তি হ্যবনৌ কামং ব্রাহ্মণা ভগবৎপ্রিয়াঃ ।
মাদৃশাং গ্রাম্যবুদ্ধীনাং বোধায়োন্মত্তলিঙ্গিনঃ ॥ ১১ ॥

চরন্তি—বিচরণ করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবনৌ**—পৃথিবীতে; **কামম্**—বাসনা অনুসারে; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **ভগবৎ-প্রিয়াঃ**—ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় বৈষ্ণবগণ; **মাদৃশাম্**—আমার মতো; **গ্রাম্য-বুদ্ধীনাম্**—অনিত্য বিষয় ভোগের বুদ্ধি সমন্বিত; **বোধায়**—জ্ঞান প্রদান করার জন্য; **উন্মত্ত-লিঙ্গিনঃ**—যিনি উন্মত্তের মতো বেশ গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

বৈষ্ণবের পদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে ব্রাহ্মণেরা তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক। কখনও কখনও তাঁরা উন্মত্তের মতো বেশ গ্রহণ করে, আমাদের মতো বিষয়াসক্ত মূর্খদের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য এই পৃথিবীতে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করেন।

শ্লোক ১২-১৫

কুমারো নারদ ঋভুরঙ্গিরা দেবলোঽসিতঃ ।
অপান্তরতমা ব্যাসো মার্কণ্ডেয়োঽথ গৌতমঃ ॥ ১২ ॥
বসিষ্ঠো ভগবান্ রামঃ কপিলো বাদরায়ণিঃ ।
দুর্বাসা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাতুকর্ণস্তথারুণিঃ ॥ ১৩ ॥
রোমশশ্চ্যবনো দত্ত আসুরিঃ সপতঞ্জলিঃ ।
ঋষির্বেদশিরা ধৌম্যো মুনিঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥ ১৪ ॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ শ্রুতদেব ঋতধ্বজঃ ।
এতে পরে চ সিদ্ধেশাশ্চরন্তি জ্ঞানহেতবঃ ॥ ১৫ ॥

কুমারঃ—সনৎকুমার; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **ঋভুঃ**—ঋভু; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **দেবলঃ**—দেবল; **অসিতঃ**—অসিত; **অপান্তরতমাঃ**—ব্যাসদেবের পূর্বের নাম, অপান্তরতমা; **ব্যাসঃ**—ব্যাসদেব; **মার্কণ্ডেয়ঃ**—মার্কণ্ডেয়; **অথ**—এবং; **গৌতমঃ**—গৌতম; **বসিষ্ঠঃ**—বসিষ্ঠ; **ভগবান্ রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **কপিলঃ**—কপিল; **বাদরায়ণিঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **দুর্বাসাঃ**—দুর্বাসা; **যাজ্ঞবল্ক্যঃ**—যাজ্ঞবল্ক্য; **চ**—ও; **জাতুকর্ণঃ**—জাতুকর্ণ; **তথা**—এবং; **অরুণিঃ**—অরুণি; **রোমশঃ**—রোমশ; **চ্যবনঃ**—চ্যবন; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **আসুরিঃ**—আসুরি; **স-পতঞ্জলিঃ**—পতঞ্জলি ঋষি সহ; **ঋষিঃ**—ঋষি; **বেদ-শিরাঃ**—বেদের মস্তক; **ধৌম্যঃ**—ধৌম্য; **মুনিঃ**—মুনি; **পঞ্চশিখঃ**—পঞ্চশিখ; **তথা**—তেমনই; **হিরণ্যনাভঃ**—হিরণ্যনাভ; **কৌশল্যঃ**—কৌশল্য; **শ্রুতদেবঃ**—শ্রুতদেব; **ঋতধ্বজঃ**—ঋতধ্বজ; **এতে**—এরা সকলে; **পরে**—অন্যেরা; **চ**—এবং; **সিদ্ধ-ঈশাঃ**—যোগসিদ্ধ; **চরন্তি**—বিচরণ করেন; **জ্ঞান-হেতবঃ**—মহাজ্ঞানী ব্যক্তি, যাঁরা জ্ঞান উপদেশ করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করেন।

অনুবাদ

হে মহাত্মাগণ, আমি শুনেছি অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবদের জ্ঞান উপদেশ করার জন্য যে সমস্ত সিদ্ধ মহাত্মাগণ পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, অপান্তরতমা (ব্যাসদেব), মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বসিষ্ঠ, ভগবান পরশুরাম, কপিল, শুকদেব, দুর্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুকর্ণ, অরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা, ঋষি ধৌম্য, মুনি পঞ্চশিখ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব এবং ঋতধ্বজ। আপনারা নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে কেউ হবেন।

তাৎপর্য

এখানে *জ্ঞানহেতবঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই শ্লোকে যে সমস্ত মহাপুরুষদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃত জ্ঞান বিতরণ করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করেন। এই জ্ঞান বিনা মনুষ্য-জীবন বৃথা। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করা। এই জ্ঞান যার নেই সে পশুতুল্য। ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারী কখনও আমার শরণাগত হয় না।"

দেহাত্মবুদ্ধিই হচ্ছে অবিদ্যা (*যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে.... স এব গোখরঃ*)। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই, বিশেষ করে এই ভূর্লোকে, সকলে মনে করে যে, দেহ এবং আত্মার ভিন্ন অস্তিত্ব নেই এবং তাই আত্ম-উপলব্ধির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্য নয়। তাই এখানে যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা এই প্রকার মূর্খ জড়বাদীদের হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করেন।

এই শ্লোকে যে আচার্যদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের কথা *মহাভারতে* বর্ণনা করা হয়েছে। *পঞ্চশিখ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। যিনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছেন, এবং যিনি আত্মার এই পাঁচটি সূক্ষ্ম আবরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত তাঁকে বলা হয় *পঞ্চশিখ*। *মহাভারতের* বর্ণনা অনুসারে (*শান্তিপর্ব*, ২১৮-২১৯ অধ্যায়) *পঞ্চশিখ* নামক আচার্য মিথিলাধিপতি জনকের বংশে উৎপন্ন রাজা জনদেবের কাছে উপস্থিত হয়ে, প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক চার্বাকের ও সৌগতের মত নিরসন করে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করেন। সাংখ্য দার্শনিকেরা পঞ্চশিখাচার্যকে তাঁদের একজন আচার্য বলে স্বীকার করেন। দেহের অভ্যন্তরে নিবাস করে যে জীব তার সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। দুর্ভাগ্যবশত, অজ্ঞানের ফলে জীব তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার ফলে সে সুখ ও দুঃখ অনুভব করে।

শ্লোক ১৬

তস্মাদ্যুবাং গ্রাম্যপশোর্মম মূঢ়ধিয়ঃ প্রভূ ।
অন্ধে তমসি মগ্নস্য জ্ঞানদীপ উদীর্যতাম্ ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **যুবাম্**—আপনারা উভয়ে; **গ্রাম্য-পশোঃ**—শূকর, কুকুর আদি পশুসদৃশ; **মম**—আমার; **মূঢ়-ধিয়ঃ**—(আধ্যাত্মিক জ্ঞান না থাকার ফলে) যে অত্যন্ত মূঢ়; **প্রভূ**—হে প্রভুদ্বয়; **অন্ধে**—গভীর; **তমসি**—অন্ধকারে; **মগ্নস্য**—নিমগ্ন; **জ্ঞান-দীপঃ**—জ্ঞানের প্রদীপ; **উদীর্যতাম্**—প্রজ্বলিত করুন।

অনুবাদ

আপনারা দুজন মহাপুরুষ, তাই আপনারা আমাকে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করতে সমর্থ। আমি শূকর, কুকুর আদি গ্রাম্যপশুর মতো মূঢ়বুদ্ধি এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমগ্ন। তাই দয়া করে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে আমাকে উদ্ধার করুন।

তাৎপর্য

জ্ঞান লাভ করার এটিই পন্থা। মানুষের কর্তব্য দিব্য জ্ঞান প্রদানে সমর্থ মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা। তাই বলা হয়েছে, *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্* —"যিনি জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, তাঁর কর্তব্য সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ করা।" যারা প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যারূপ অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করার জন্য জ্ঞান লাভে আগ্রহী, তাঁরাই সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়ার যোগ্য। কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের জন্য গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত নয়। কোন রোগ নিরাময়ের জন্য অথবা অলৌকিক শক্তির বলে জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত নয়। গুরুর কাছে যাওয়ার পন্থা এটি নয়। *তদ্বিজ্ঞানার্থম্*—পারমার্থিক জীবনের দিব্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, এই কলিযুগে বহু ভণ্ড গুরু রয়েছে, যারা তাদের শিষ্যদের জাদু দেখায় এবং মূর্খ শিষ্যেরা জড়-জাগতিক লাভের জন্য এই ধরনের ভেলকিবাজি দেখতে চায়। এই ধরনের শিষ্যেরা পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধন করে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে আগ্রহী নয়। বলা হয়েছে—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

"অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল, কিন্তু আমার গুরুদেব জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করেছেন। সেই পরমারাধ্য গুরুদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" এই শ্লোকটিতে গুরুর তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

সকলেই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই সকলেরই দিব্য জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন। যিনি তাঁর শিষ্যকে এই জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে এই জড় জগতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, তিনিই প্রকৃত গুরু।

শ্লোক ১৭

শ্রীঅঙ্গিরা উবাচ

অহং তে পুত্রকামস্য পুত্রদোঽস্ম্যঙ্গিরা নৃপ ।
এষ ব্রহ্মসুতঃ সাক্ষান্নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীঅঙ্গিরাঃ উবাচ—মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমার; **পুত্র-কামস্য**—পুত্র-কামনাকারী; **পুত্রদঃ**—পুত্র-দানকারী; **অস্মি**—হই; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা ঋষি; **নৃপ**—হে রাজন্; **এষঃ**—ইনি; **ব্রহ্ম-সুতঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ঋষিঃ**—ঋষি।

অনুবাদ

অঙ্গিরা বললেন—হে রাজন্, তুমি যখন পুত্র কামনা করেছিলে, তখন যে তোমাকে পুত্র প্রদান করেছিল, আমিই সেই অঙ্গিরা ঋষি। আর ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ।

শ্লোক ১৮-১৯

ইত্থং ত্বাং পুত্রশোকেন মগ্নং তমসি দুস্তরে ।
অতদর্হমনুস্মৃত্য মহাপুরুষগোচরম্ ॥ ১৮ ॥
অনুগ্রহায় ভবতঃ প্রাপ্তাবাবামিহ প্রভো ।
ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবাসাদিতুমর্হসি ॥ ১৯ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ত্বাম্**—তুমি; **পুত্র-শোকেন**—মৃত পুত্রের শোকে; **মগ্নম্**—মগ্ন; **তমসি**—অন্ধকারে; **দুস্তরে**—দুরতিক্রম্য; **অ-তৎ-অর্হম্**—তোমার মতো ব্যক্তির অযোগ্য; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **মহা-পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **গোচরম্**—উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভবতঃ**—তোমার প্রতি; **প্রাপ্তৌ**—এসেছি; **আবাম্**—আমরা দুজন; **ইহ**—এই স্থানে; **প্রভো**—হে রাজন্; **ব্রহ্মণ্যঃ**—যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন; **ভগবদ্ভক্তঃ**—ভগবানের ভক্ত; **ন**—না; **অবাসাদিতুম্**—শোক করা; **অর্হসি**—উচিত।

অনুবাদ

হে রাজন্, তুমি ভগবানের পরম ভক্ত। তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে এইভাবে জড়-জাগতিক বিষয়ের ক্ষতিতে মোহাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। তাই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার ফলে তুমি যে শোক সাগরে নিমজ্জিত হয়েছ, তা থেকে উদ্ধার করার জন্য আমরা দুজন এসেছি। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁদের জড়-জাগতিক লাভে অথবা ক্ষতিতে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের কয়েকটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *মহাপুরুষ* শব্দটির অর্থ মহান ভগবদ্ভক্ত এবং ভগবান উভয়ই। যিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁকে বলা হয় *মহাপৌরুষিক* । শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎকে কখনও কখনও *মহাপৌরুষিক* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভক্তের কর্তব্য সর্বদা উত্তম ভক্তের সেবায় যুক্ত থাকা। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ ॥

ভক্তের কর্তব্য মহাভাগবতের সান্নিধ্যে বাস করা এবং পরম্পরার ধারায় ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার অভিলাষ করা। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের উপদেশ অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁর সেবা করা উচিত। একেই বলা হয় *তাঁদের চরণ সেবি* । গোস্বামীদের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার সময় ভক্তদের সঙ্গে বাস করা উচিত (*ভক্তসনে বাস*)। এটিই হচ্ছে ভক্তের কর্তব্য। ভক্তের কখনও জড়-জাগতিক লাভের কামনা করা উচিত নয় এবং জড়-জাগতিক ক্ষতিতে শোক করা উচিত নয়। অঙ্গিরা ঋষি এবং নারদ মুনি যখন দেখেছিলেন যে মহারাজ চিত্রকেতুর মতো একজন পরম ভক্ত অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে মৃত পুত্রের জন্য শোক করছেন, তখন তাঁরা তাঁদের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেখানে এসে তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সেই অজ্ঞান থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *ব্রহ্মণ্য* । ভগবানকে কখনও কখনও *নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়* রূপে প্রার্থনা করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, কারণ ভক্তেরা তাঁর সেবা করেন। তাই এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, *ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবাসাদিতুমর্হসি* । এটিই মহাভাগবতের

লক্ষণ। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা* । আত্ম-তত্ত্ববেত্তা উন্নত ভক্ত জড়-জাগতিক লাভে উৎফুল্ল হন না অথবা ক্ষতিতে শোকাচ্ছন্ন হন না। তিনি সর্বদাই জড়-জাগতিক জীবনের অতীত।

শ্লোক ২০

তদৈব তে পরং জ্ঞানং দদামি গৃহমাগতঃ ।
জ্ঞাত্বান্যাভিনিবেশং তে পুত্রমেব দদাম্যহম্ ॥ ২০ ॥

তদা—তখন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তে**—তোমাকে; **পরম্**—দিব্য; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **দদামি**—আমি দান করতাম; **গৃহম্**—তোমার গৃহে; **আগতঃ**—এসে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **অন্য-অভিনিবেশম্**—অন্য (জড় বিষয়ে) আসক্তি; **তে**—তোমার; **পুত্রম্**—পুত্র; **এব**—কেবল; **দদামি**—দিয়েছিলাম; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

আমি যখন পূর্বে তোমার গৃহে এসেছিলাম, তখনই আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞান দান করতাম, কিন্তু আমি যখন দেখলাম তোমার মন অন্য বিষয়ে আসক্ত রয়েছে, তখন আমি তোমাকে কেবলমাত্র একটি পুত্র প্রদান করেছিলাম, যে তোমার হর্ষ ও বিষাদের কারণ হয়েছে।

শ্লোক ২১-২৩

অধুনা পুত্রিণাং তাপো ভবতৈবানুভূয়তে ।
এবং দারা গৃহা রায়ো বিবিধৈশ্বর্যসম্পদঃ ॥ ২১ ॥
শব্দাদয়শ্চ বিষয়াশ্চলা রাজ্যবিভূতয়ঃ ।
মহী রাজ্যং বলং কোষো ভৃত্যামাত্যসুহৃজ্জনাঃ ॥ ২২ ॥
সর্বেঽপি শূরসেনেমে শোকমোহভয়ার্তিদাঃ ।
গন্ধর্বনগরপ্রখ্যাঃ স্বপ্নমায়ামনোরথাঃ ॥ ২৩ ॥

অধুনা—এখন; **পুত্রিণাম্**—পুত্রবান ব্যক্তিদের; **তাপঃ**—দুঃখ; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অনুভূয়তে**—অনুভব করছেন; **এবম্**—এইভাবে; **দারাঃ**—পত্নী; **গৃহাঃ**—গৃহ; **রায়ঃ**—ধন; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **সম্পদঃ**—সম্পদ; **শব্দ-আদয়ঃ**—শব্দ ইত্যাদি; **চ**—এবং; **বিষয়াঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয়;

চলাঃ—অনিত্য; **রাজ্য**—রাজ্যের; **বিভূতয়ঃ**—ঐশ্বর্য; **মহী**—পৃথিবী; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **বলম্**—বল; **কোষঃ**—ধনাগার; **ভৃত্য**—ভৃত্য; **অমাত্য**—মন্ত্রী; **সুহৃৎ-জনাঃ**—মিত্র; **সর্বে**—সকলে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **শূরসেন**—হে শূরসেন নৃপতি; **ইমে**—এইগুলি; **শোক**—শোক; **মোহ**—মোহ; **ভয়**—ভয়; **অর্তি**—পীড়া; **দাঃ**—প্রদান করে; **গন্ধর্ব-নগর-প্রখ্যাঃ**—গন্ধর্বনগর (অরণ্যে এক অলীক প্রাসাদ দর্শনের মতো); **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **মায়া**—মায়া; **মনোরথাঃ**—এবং কল্পনা।

অনুবাদ

হে রাজন্, এখন তুমি নিজেই পুত্রবানদের দুঃখ অনুভব করছ। হে শূরসেন-পতি, স্ত্রী, গৃহ, ধন, রাজৈশ্বর্য, বিবিধ সম্পদ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়—এ সবই অনিত্য। রাজ্য, সামরিক শক্তি, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য, আত্মীয়-স্বজন—এরা সকলেই ভয়, মোহ, শোক এবং দুঃখের কারণ। এরা গন্ধর্ব-নগরের মতো, অর্থাৎ অরণ্যের মধ্যে কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট এক বিশাল প্রাসাদের মতো। সেগুলি স্বপ্ন, মায়া এবং কল্পনার মতো ক্ষণস্থায়ী।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সংসার-বন্ধন বর্ণিত হয়েছে। এই সংসারে জীব জড় দেহ, সন্তান, পত্নী ইত্যাদি (*দেহাপত্য-কলত্রাদিষু*) অনেক কিছু সংগ্রহ করে। কেউ মনে করতে পারে যে সেগুলি তাকে রক্ষা করবে, কিন্তু তা কখনই সম্ভব হয় না। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও জীবাত্মাকে তার বর্তমান স্থিতি পরিত্যাগ করে আর একটি স্থিতি গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তী স্থিতিটি প্রতিকূল হতে পারে এবং তা যদি অনুকূলও হয়, তা হলেও তাকে তা পরিত্যাগ করে পুনরায় আর একটি দেহ গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে জড় জগতে জীবের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভালভাবেই জেনে রাখা উচিত যে, এগুলি কখনও তাকে সুখী করতে পারবে না। মানুষের অবশ্য কর্তব্য চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তরূপে ভগবানের নিত্য সেবা সম্পাদন করা। অঙ্গিরা ঋষি এবং নারদ মুনি মহারাজ চিত্রকেতুকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

দৃশ্যমানা বিনার্থেন ন দৃশ্যন্তে মনোভবাঃ ।
কর্মভির্ধ্যায়তো নানাকর্মাণি মনসোঽভবন্ ॥ ২৪ ॥

দৃশ্যমানাঃ—দৃশ্যমান; **বিনা**—ব্যতীত; **অর্থেন**—বাস্তব; **ন**—না; **দৃশ্যন্তে**—দৃষ্ট হয়; **মনোভবাঃ**—মনঃকল্পিত; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **নানা**—বিবিধ; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **মনসঃ**—মন থেকে; **অভবন্**—উৎপত্তি হয়।

অনুবাদ

স্ত্রী, সন্তান, সম্পত্তি—এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুগুলি স্বপ্নের মতো এবং মনঃকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা দেখি, তার কোন বাস্তব সত্তা নেই। কিছুক্ষণের জন্য তা দৃষ্ট হয় এবং তারপর তার আর অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আমরা এই প্রকার কল্পনা সৃষ্টি করি এবং সেই অনুসারে পুনরায় কার্য করি।

তাৎপর্য

যা কিছু জড় তা সবই মনের কল্পনা, কারণ তা কখনও দৃশ্যমান এবং কখনও দৃশ্যমান নয়। রাত্রে যখন আমরা বাঘ অথবা সাপের স্বপ্ন দেখি, তখন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে না থাকলেও আমরা ভয়ে ভীত হই, কারণ আমরা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হই। যা কিছু জড় তা সবই স্বপ্নের মতো, কারণ তার বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় লিখেছেন—*অর্থেন ব্যাঘ্রসর্পাদিনা বিনৈব দৃশ্যমানাঃ স্বপ্নাদিভঙ্গে সতি ন দৃশ্যন্তে তদেবং দারাদয়োঽবাস্তববস্তুভূতাঃ স্বপ্নাদয়োঽবস্তুভূতাশ্চ সর্বে মনোভবাঃ মনোবাসনা জন্যত্বান্ মনোভবাঃ* । রাত্রে কেউ যখন বাঘ অথবা সর্পের স্বপ্ন দেখে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে তা দর্শন করে, কিন্তু যে মাত্র স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তখন আর তার অস্তিত্ব থাকে না। তেমনই, এই জড় জগৎ আমাদের মনের কল্পনা। আমরা এই জড় জগতে এসেছি এই জগৎকেই ভোগ করার জন্য এবং আমাদের মনের কল্পনার দ্বারা আমরা উপভোগের বহু সামগ্রী আবিষ্কার করি, কারণ আমাদের মন জড় বিষয়ে মগ্ন। তাই আমরা বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হই। আমাদের মনের কল্পনা অনুসারে বিভিন্ন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে আমরা বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হই এবং ভগবানের আদেশে (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*) প্রকৃতির দ্বারা আমরা আমাদের বাসনা অনুসারে ফল লাভ করি। এইভাবে আমরা জড় বিষয়ে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ি। জড় জগতে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার এটিই হচ্ছে কারণ। এক প্রকার কর্মের দ্বারা আমরা আর এক প্রকার কর্ম সৃষ্টি করি এবং সেই সবই আমাদের মনের কল্পনা থেকে উদ্ভূত।

শ্লোক ২৫

অয়ং হি দেহিনো দেহো দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ।
দেহিনো বিবিধক্লেশসন্তাপকৃদুদাহৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অয়ম্—এই; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **দেহিনঃ**—জীবের; **দেহঃ**—দেহ; **দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়া-আত্মকঃ**—পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় সমন্বিত; **দেহিনঃ**—জীবের; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **ক্লেশ**—দুঃখ; **সন্তাপ**—এবং বেদনার; **কৃৎ**—কারণ; **উদাহৃতঃ**—ঘোষিত হয়েছে।

অনুবাদ

দেহাভিমানী জীব পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন সমন্বিত দেহে মগ্ন থাকে। মনের মাধ্যমে জীব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। তাই দেহ সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস।

তাৎপর্য

পঞ্চম স্কন্ধে (৫/৫/৪) ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ প্রদান করার সময় বলেছেন, *অসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ*—এই দেহ অনিত্য হলেও সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা আলোচনা করেছি যে, সমস্ত জড় সৃষ্টি মনের কল্পনা থেকে উদ্ভূত। মন কখনও কখনও আমাদের চিন্তা করায় যে, আমরা যদি একটি গাড়ি কিনি, তা হলে লোহা, প্লাস্টিক, পেট্রোল ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত মাটি, জল, বায়ু, আগুন আদি ভৌতিক উপাদানগুলি উপভোগ করতে পারব। পঞ্চ মহাভূত, চক্ষু, কর্ণ আদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ আদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করে আমরা জড় জগতের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি। এইভাবে আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ক্লেশ ভোগ করতে বাধ্য হই। মন হচ্ছে সব কিছুর কেন্দ্র, কারণ মনই এই সব কিছু সৃষ্টি করে। জড় বস্তুতে আঘাত লাগা মাত্রই মন প্রভাবিত হয় এবং আমরা ক্লেশ অনুভব করি। যেমন, পঞ্চভূত, কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা একটি খুব সুন্দর গাড়ি তৈরি করি, এবং কোন দুর্ঘটনায় গাড়িটি যখন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তখন মন কষ্ট পায় এবং মনের মাধ্যমে জীব কষ্ট ভোগ করে।

আসল কথা হচ্ছে জীব মনের কল্পনার দ্বারা ভৌতিক অবস্থা সৃষ্টি করে। যেহেতু জড় পদার্থ নশ্বর, তাই ভৌতিক অবস্থার মাধ্যমে জীব দুঃখকষ্ট ভোগ

করে। তা না হলে জীব সমস্ত ভৌতিক অবস্থা থেকে মুক্ত। জীব যখন ব্রহ্মভূত স্তর অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনের স্তর প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*), তখন তিনি আর অনুশোচনা এবং আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*—"যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। তিনি কখনও কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না।" *ভগবদ্গীতার* অন্যত্র (১৫/৭) ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীব আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" জীব প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং সে জড় পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। কিন্তু যেহেতু মন এবং ইন্দ্রিয় প্রভাবিত হয়, তাই জীব এই জগতে তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে।

শ্লোক ২৬

তস্মাৎ স্বস্থেন মনসা বিমৃশ্য গতিমাত্মনঃ ।
দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিশ্রম্ভং ত্যজোপশমমাবিশ ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **স্বস্থেন**—সাবধানে; **মনসা**—মন; **বিমৃশ্য**—বিচার করে; **গতিম্**—প্রকৃত স্থিতি; **আত্মনঃ**—তোমার নিজের; **দ্বৈতে**—দ্বৈতে; **ধ্রুব**—চিরস্থায়ীরূপে; **অর্থ**—বস্তু; **বিশ্রম্ভম্**—বিশ্বাস; **ত্যজ**—পরিত্যাগ কর; **উপশমম্**—শান্তিপূর্ণ অবস্থা; **আবিশ**—গ্রহণ কর।

অনুবাদ

অতএব, হে রাজা চিত্রকেতু, সাবধানতা সহকারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর। অর্থাৎ তুমি কি দেহ, মন না আত্মা, সেই কথা বোঝার চেষ্টা কর। বিচার করে দেখ তুমি কোথা হতে এসেছ এবং এই দেহ ত্যাগ করার পর তুমি কোথায় যাবে, এবং কেন তুমি জড় শোকের বশীভূত হয়েছ। এইভাবে তুমি তোমার প্রকৃত

স্থিতি জানার চেষ্টা কর, তা হলে তুমি তোমার অনর্থক আসক্তি পরিত্যাগ করতে পারবে। তখন এই জড় জগৎ এবং কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত নয় যে সমস্ত বস্তু তাদের নিত্য বলে মনে করার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসও তুমি পরিত্যাগ করতে পারবে। এইভাবে তুমি শান্তি লাভ করতে পারবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বাস্তবিকভাবে মানব-সমাজকে প্রশান্তির স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। মানব-সভ্যতা যেহেতু বিপথগামী হয়েছে, তাই মানুষ জড়-জাগতিক জীবনে সব রকম জঘন্য পাপকর্ম করে কুকুর-বিড়ালের মতো লাফাচ্ছে এবং সংসার-বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর-রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আত্মজ্ঞান নিহিত রয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই জীবদের নির্দেশ দিয়েছেন, সে যে দেহ নয়, কিন্তু দেহের মালিক তথা দেহী, তা হৃদয়ঙ্গম করতে। কেউ যখন এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে, তখন সে তার জীবনের চরম লক্ষ্যে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ যেহেতু শিক্ষা লাভ করেনি, তাই তারা উন্মাদের মতো আচরণ করছে এবং জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে আসক্ত হয়ে পড়ছে। মানুষেরা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে জড়-জাগতিক অবস্থাকে চিরস্থায়ী বলে মনে করছে। এই জড় বিষয়ের প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং তার প্রতি তাদের আসক্তি পরিত্যাগ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। তখনই কেবল মানুষ ধীর এবং শান্ত হতে পারবে।

শ্লোক ২৭

শ্রীনারদ উবাচ

এতাং মন্ত্রোপনিষদং প্রতীচ্ছ প্রয়তো মম ।
যাং ধারয়ন্ সপ্তরাত্রাদ্ দ্রষ্টা সঙ্কর্ষণং বিভুম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **এতাম্**—এই; **মন্ত্র-উপনিষদম্**—মন্ত্ররূপ উপনিষদ, যার দ্বারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়; **প্রতীচ্ছ**—গ্রহণ কর; **প্রয়তঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে (তোমার মৃত পুত্রের দাহ সংস্কার করার পর); **মম**—আমার থেকে; **যাম্**—যা; **ধারয়ন্**—গ্রহণ করে; **সপ্ত-রাত্রাৎ**—সাত রাত্রির পর; **দ্রষ্টা**—তুমি দেখবে; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণকে; **বিভুম্**—ভগবান।

অনুবাদ

মহর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্, তুমি সংযত হয়ে আমার কাছ থেকে এই পরম শ্রেয়াস্পদ মন্ত্র গ্রহণ কর, যা গ্রহণ করলে সাত রাত্রির মধ্যে ভগবান সঙ্কর্ষণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারবে।

শ্লোক ২৮

যৎপাদমূলমুপসৃত্য নরেন্দ্র পূর্বে
শর্বাদয়ো ভ্রমমিমং দ্বিতয়ং বিসৃজ্য ।
সদ্যস্তদীয়মতুলানধিকং মহিত্বং
প্রাপুর্ভবানপি পরং নচিরাদুপৈতি ॥ ২৮ ॥

যৎ-পাদ-মূলম্—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম (ভগবান সঙ্কর্ষণের); **উপসৃত্য**—শরণ লাভ করে; **নর-ইন্দ্র**—হে রাজন্; **পূর্বে**—পূর্বে; **শর্ব-আদয়ঃ**—মহাদেব আদি দেবতারা; **ভ্রমম্**—মোহ; **ইমম্**—এই; **দ্বিতয়ম্**—দ্বৈতভাব সমন্বিত; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **সদ্যঃ**—শীঘ্র; **তদীয়ম্**—তাঁর; **অতুল**—অতুলনীয়; **অনধিকম্**—অনতিক্রম্য; **মহিত্বম্**—মহিমা; **প্রাপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **ভবান্**—তুমি; **অপি**—ও; **পরম্**—পরম ধাম; **ন**—না; **চিরাৎ**—অচিরে; **উপৈতি**—লাভ করবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, পুরাকালে ভগবান শিব এবং অন্যান্য দেবতারা সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ দ্বৈতভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে অতুলনীয় এবং অনতিক্রম্য মহিমা লাভ করেছিলেন। তুমিও শীঘ্রই সেই পরম পদ লাভ করবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।